International Journal of Applied Research 2021; 7(1): 108-114

Santiniketan, West Bengal, India

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(1): 108-114
www.allresearchjournal.com
Received: 19-11-2020
Accepted: 21-12-2020

Dr. Indrajit Pramanik
Ph.D. Research Scholar
Sanskrit, Pali & Prakrit
Visva Bharati University,
Santiniketan, West Bengal,
India

Corresponding Author:
Dr. Indrajit Pramanik
Ph.D. Research Scholar
Sanskrit, Pali & Prakrit
Visva Bharati University,

আশ্রম নিবাসী ক্ষত্রিয় অলংকারের মূর্তপ্রতীক আয়ু কালিদাসের একটি অনবদ্য শিশুচরিত্র – একটি অধ্যয়ন

Dr. Indrajit Pramanik

সংক্ষিপ্তসার

সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন মহাকবি কালিদাস। কালিদাস মূলতঃ কবি হলেও নাট্যরচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। মহাকবি বিরচিত পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট 'বিক্রমোর্ব্বশীয়' নাটকটি প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা পুরূরবা এবং স্বর্গের অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত। কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপণার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। চরিত্রগুলি নাট্যশাস্ত্রের বাধা ছকে চালিত হয়নি। নাটকটিতে বহু চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, যেমন- নায়ক পুরূরবা, নায়িকা উর্বশী, বিদূষক ইত্যাদি চরিত্রের পাশাপাশি শিশুচরিত্র চিত্রণেও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মহাকবির অঙ্কিত নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় শিশুচরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর। নাটকটিতে একমাত্র শিশুচরিত্র উর্বশী পুত্র আয়ুকে পাওয়া যায়।

কেশিদানবের দ্বারা অপহৃতা লাবণ্যনির্ঝরিণী সুরসুন্দরী উর্বশীকে পুরূরবা উদ্ধার করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হলেন। তারপর একদিন ইন্দ্রের রাজসভায় 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় কালে অনবধানতবশতঃ উর্বশীর মুখ দিয়ে 'পুরষোত্তম' নামের পরিবর্তে 'পুরূরবা' উচ্চারিত হওয়ায় নাট্যাচার্য্য ভরতের অভিশাপে উর্বশীর স্বর্গচ্যুত হয় । যদিও ইন্দ্রের কৃপায় তাঁর অভিশাপ এইটুকু মাত্র লঘু হয় যে পুরূরবা কতৃক উর্বশীর গর্ভজাত পুত্র সন্তানের মুখ দর্শন হলেই তিনি পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসতে পারবেন। যাইহোক, পুরূরবা ও উর্বশী মর্তে সুখেই বাস করছিলেন। এরপর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী এগিয়ে চলেছে । ইতিমধ্যে উর্বশী অভিশাপ বর্ষনের ভয়ে তার পুত্রসন্তানকে স্বামীর আড়ালে চ্যবন মুনির আশ্রমে গচ্ছিত রাখে। এরপর ঘটনা পরম্পরায় পুরূরবা ও উর্বশীর মধ্যে সাধিত হয় বিচ্ছেদ। শেষে, পুত্রের সহায়তায় নায়ক-নায়িকার মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে । অতএব দেখা যাচ্ছে শিশুচরিত্রটি নাটকের অন্তিমে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে। তাদের পুনরায় একসূত্রে গ্রন্থিত করেছে। এইভাবে নাটকীয় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন সাধিত হয়েছে এবং নাট্যকারের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে।

কালিদাস শিশু চরিত্র অঙ্কনে শুধু অভিনয়, সংলাপ, নাটকীয় রসবোধ কিংবা অলংকরণ সৃষ্টিতে নয়, সেই সঙ্গে শিশুমনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিও তুলে ধরেছেন যার ফলস্বরূপ চরিত্রগুলি আরও সজীবতা ও স্বাভাবিকতা বলে প্রতিভাত হয়েছে।

বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকের কথাই ধরা যাক, চ্যবনমুনির আশ্রমে কুমার আয়ুর শিশুসুলভ কৌতূহল মিশ্রিত চাপল্য বশতঃ একটি শকুনকে শরবিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে কালিদাসের শিশুমনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। চ্যবনমুনির আশ্রমের মত প্রশান্ত পরিবেশে লালিত পালিত হয়েও শিশু আয়ু শান্ত মুনি ঋষিদের স্বভাব অনুকরণ করেনি। নিরীহ শকুনটিকে শরবিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে *সে* আশ্রমের বিরুদ্ধাচারণ করে আশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশকে অশান্ত ও মুখরিত করে তুলেছে। যার পরিণামে শান্তি স্বরূপ তাকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত পর্যন্ত হতে হয়েছে। যার ধমনীতে ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত তার পক্ষে এরূপ আচরণই যক্তিযুক্ত। চ্যবন মুনির তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা আয়ু চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন নিষ্পাপ, সরল, বিনয়, আর্যশিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্টাচারে নিপুণ, হৃদয়বান, নম্রতা, মিতভাষী ইত্যাদি গুণগুলি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি ক্ষত্রিয়তেজ, কুমারোচিত, বীরত্বে বলীয়ান, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রকটিত হয়েছে। এ যেন দুই মেরুর এক সুন্দর তথা বিচিত্র মেলবন্ধন। তাইতো সে আশ্রমনিবাসী হয়েও ক্ষত্রিয় অলংকারের মূর্তপ্রতীক। আয়ুর এই ঘটনা গুলি আপাতদৃষ্টিতে আশ্রমের বিরুদ্ধাচরণ হলেও মহাকবির দৃষ্টিতে তা কখনই শিশুসুলভ আচরণের ব্যতিক্রম ঘটেনি। আপাত দৃষ্টিতে চ্যবনমুনির নিকট এটি আশ্রম বিরুদ্ধ তথা অস্বাভাবিক কর্ম হলেও প্রকৃতপক্ষে কুমার আয়ুর এই কর্ম অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক শিশু সুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ। আর এখানেই কালিদাসের শিশুমনস্তত্ত্বের স্বাক্ষর মেলে।

সূচক শব্দাবলী : অবিসংবাদিত, অনিন্দ্যসুন্দরী, লাবণ্যনির্ঝরিণী, অনবধানতবশতঃ, শিশুমনস্তত্ত্ব

প্রধান অংশ

সংস্কৃত সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন মহাকবি কালিদাস। অসীম প্রতিভাধর এই কবি শুধু সংস্কৃত সাহিত্য জগতে নয় বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি ভারতের কবিকুল শিরোমণি, বাণীর পুত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাস, বাল্মীকির পরে যে কবি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আসনে অধিষ্ঠিত তিনি হলেন কালিদাস। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত সমালোচকগণ তাঁর কৃতিত্বকে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

কালিদাস বলতে শুধু কোনও ব্যক্তি বিশেষকে বোঝায় না, ভারতের ইতিহাসে এক সুবর্ণযুগের প্রতিনিধি স্বরূপ হলেন বাণীর বরপুত্র এই মহাকবি। যদিও মহাকবির ব্যক্তি জীবন তিমিরাবৃত ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন। ঠিক কোন্ সময় ও কোন্ জনপদে তাঁর আবির্ভাব সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। তাই ক্ষণজন্মা এই মহাকবিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি। জনশ্রুতি এই যে, বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উজ্জয়িনীতে নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন হলেন কালিদাস। তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে যে কতকগুলো মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল- খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে শকারী বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন, তাঁর সভার সভাকবি ছিলেন কালিদাস। পরবর্তীকালে উইলিয়াম জোন্স, এম.আর.কালে, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বজন এই মতকে সমর্থন করেছেন।

কালিদাসের রচনাবলী বহু গ্রন্থে প্রচলিত হলেও প্ণ্ডিতগণের মতে সাতটি কবিকৃ*তি* কালিদাসের রচনা। সেগুলি হল-

- দু টি মহাকাব্য বা গীতি কাব্য ঃমেঘদূত ও ঋতুসংহার ।
- দুটি মহাকাব্য ঃ কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এবং
- তিনটি দৃশ্যকাব্য ঃ মাল*বি*কাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশীয় ও অভিজ্ঞানশকুন্তল ।

কালিদাসের প্রতিটি রচনাতেই রয়েছে ভারতীয় চিরন্তন ত্যাগ ও কল্যান ধর্মের আদর্শের প্রতিফলন। কালিদাস মূলতঃ কবি হলেও নাট্যরচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপণার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মানবমনের গভীরে তিনি ডুব দিতে জানেন বলেই তাঁর নাট্যচরিত্রগুলি জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে। চরিত্রগুলি নাট্যশাস্ত্রের বাধা ছকে চালিত হয়নি। তাঁর চরিত্র চিত্রণে প্রধান্ দিক হল স্বাভাবি*কতা*, সজীবতা ও বিচিত্রতা আর অবশ্যই উপমা নির্ভরতা। কারণ 'উপমা কালিদাসস্য' উক্ত প্রবাদটি সর্বজনস্বীকৃত। মানবচরিত্র অনুধাবনে কালিদাস তুল্য কবি নেই। অন্তর্জগতকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখতেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শন আর আলোক সামান্য নব নব উন্মেশশালী প্রতিভার সঙ্গমেই সৃষ্টি হয়েছে কালিদাসের অনুপম সাহিত্য সম্ভার।

মহাকবির অঙ্কিত নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় শিশুচরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর। যদিও কবির ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস রহস্যাবৃত তথাপি তাঁর রচনা

পাঠকরে মনে হয়েছে বিবাহিত জীবন এবং শিশুচিরিত্র রূপায়ণে তিনি নানাভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহন করেছেন। শিশুকে তিনি চিত্রিত করেছেন আন্তরিক অকৃত্রিম অপত্য স্নেহে অভিষিক্ত করে এবং স্নেহপ্রবন পিতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর গাত্রস্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করেছে। তাই আমরা কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করি যে, মহাকবি তাঁর প্রতিটি কাব্যে ও নাটকে নায়ক-নায়িকার প্রণয়কে সন্তানের জন্মের দ্বারা সার্থক করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর অমর লেখনী প্রসূত বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিশুচরিত্রগুলি হল সর্বদমন (অভিজ্ঞানশকুন্তল), আয়ু (বিক্রমোর্ব্বশীয়), রঘু (রঘুবংশ), কুমার (কুমারসম্ভব) ইত্যাদি।

প্রতিটি শিশুচরিত্র অঙ্কনে মহাকবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিশুচরিত্রের অল্পবিস্তর শিশুসুলভ চপলতা ঔদ্ধত্যতা, নির্ভয়তা, কৌতুহলতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শিশু চরিত্র অঙ্কনে শুধু অভিনয়, সংলাপ, নাটকীয় রস বোধ কিংবা অলংকরণ সৃষ্টিতে নয়, সেই সঙ্গে শিশুমনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিও তুলে ধরেছেন যার ফলস্বরূপ চরিত্রগুলি আরও সজীবতা ও স্বাভাবিকতা বলে প্রতিভাত হয়েছে। বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকটির কথাই ধরা যাক, এখানে একমাত্র শিশুচরিত্র আয়ু। নাটকটির পঞ্চম অঙ্কে শিশু চরিত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য মহাকবি বিরচিত পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট 'বিক্রমোর্ব্বশীয়' নাটকটি প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা পুরূরবা এবং স্বর্গের অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত। কাহিনীটি ঋগ্বেদে (১০/৯৫), শথপথব্রাহ্মণে (১১/৫) মৎস্যপুরাণে (চতুর্বিংশ অধ্যায়), বিষ্ণুপুরাণে (৪/৬), মহাভারতের হরিবংশে, ভাগবতে এবং গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় বর্ণিত হলেও কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার যাদুস্পর্শে সেই পুরাতন কাহিনীটিই অনবদ্য নাট্যকাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে ।

যাইহোক, নাটকটির আলোচ্য শিশু চরিত্র আয়ু জন্মের পর থেকেই চ্যবন মুনির আশ্রমে লালিত পালিত হয়েছে। পরে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা পুরূরবার রাজপ্রাসাদে তাকে আনয়ন করা হয়েছে। কুমার আয়ুর ছোঁড়া বাণের ফলকে লেখা অক্ষর থেকেই আমরা তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। যেমন, বাণের ফলকে লেখা ছিল-

"উর্বশীসম্ভবস্যায়মৈলসূনোর্ধনুভৃতঃ ।
কুমারস্যায়ুষো বাণঃ প্রহর্তুদ্বিষদায়ুষাম্ ।।" [1]

অর্থাৎ ধনুর্বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত আয়ু পুরূরবার ঔরসজাত এবং উর্বশীর গর্ভজাত ।

ঘটনার পটভূমি এইরকম, প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা দুর্গতদের রক্ষক, দুষ্কৃতিকারীদের সংহারক। আপন পরাক্রমের মহিমায় স্বর্গে তাঁর গতি অপ্রতিহত। দেবতাদের দুর্দিনে তিনিই প্রধান সহায়। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাই তাঁর অকৃত্রিম সখ্য। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হলে দেবরাজ ইন্দ্র পুরূরবাকে সসম্মানে আহ্বান করে বিজয় সেনার পুরোভাগে নিয়োগ করে থাকেন।

একদিন সূর্য্যের উপাসনা সেরে পুরূরবা আকাশপথে স্বর্গলোক থেকে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে ফিরছিলেন। এমন সময় অপ্সরাদের সম্মিলিত আর্তচি ৎকার শুনে বুঝতে পারলেন যে অপ্সরা শ্রেষ্ঠা উর্বশীকে চিত্রলেখার সঙ্গে কেশী দানব অপহরণ করেছে। রাজা কালবিলম্ব না করে কেশী দানবকে হত্যা করে মূর্ছিতা উর্ব্বশীকে চিত্রলেখা সহ উদ্ধার করেন। দানবের ভয়ে মূর্ছিতা উর্ব্বশী মূর্ছাভঙ্গের পর ক্লান্ত অবসন্ন চোখ মেলে সম্মুখে দেখলেন তাঁর দিব্যকান্তি অভয়দাতাকে। রাজর্ষির দৃষ্টিনন্দন কান্তি ফুটে উঠল তাঁর হৃদয় দর্পণে। তাঁর প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হল এবং রাজাও উর্বশীর অপূর্ব রূপে মোহিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে যেতে হল। রাজাও মর্তে ফিরে এলেন। এরপর কোন এক সময় স্বর্গে 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' নাটকের অভিনয়ে উর্বশীকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। পুরূরবার চিন্তায় মগ্ন উর্বশী অভিনয়কালে 'পুরুষোত্তম' উচ্চারণ করতে গিয়ে 'পুরূরবা' বলে ফেলেন। ফলস্বরূপ, উর্বশীর উপর বর্ষিত হয় ভরত্মুনির অভিশাপ-

"যেন মমপদেশস্ত্বয়া লঙ্ঘিতস্তেন ন তে দিব্যং স্থানং ভবিষ্যতি।" [2]

অর্থাৎ 'যেহেতু তুমি আমার আদেশ লঙঘন করেছ, তাই স্বর্গে তোমার স্থান হবে না। ' উর্বশীকে মর্ত্যে নেমে আসতে হবে। যদিও ইন্দ্রের কৃপায় তাঁর অভিশাপ এইটুকু মাত্র লঘু হয় যে পুরূরবা কতৃক উর্বশীর গর্ভজাত পুত্র সন্তানের মুখ দর্শন হলেই তিনি পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসতে পারবেন। যাইহোক, পুরূরবা ও উর্বশী মর্তে সুখেই বাস করছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ নিষিদ্ধ কুমার বনে প্রবেশ করে উর্বশী লতারূপ প্রাপ্ত

হলেন। প্রেমোন্মত্ত রাজা কুমার বনে বিলাপ করতে করতে উর্বশীকে খুঁজতে থাকেন।

এরপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কুমার বনে রাজা পুরূরবা এক সঙ্গমণীয় মণির প্রভাবে লতা রূপ উর্বশীকে ফিরে পান। তারপর উভয়ে নগরে প্রত্যার্পণ করেন। রাজার প্রত্যার্পণে রাজধানী আনন্দমুখর, উৎসবমুখর। কিন্তু হঠাৎ হাহাকার উঠল রাজবাড়িতে। মাংসের খণ্ড মনে করে সঙ্গমণীয় মণিটি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে একটি শকুন। রাজা অত্যন্ত বিচলিত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ়িত হয়ে পড়লেন। কারণ মণিটি তাঁর প্রিয়া মিলনের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বাণ আর ঐ মণিটি কঞ্চুকী নিয়ে এলেন। বাণে খোদাই করা লিপি থেকে জানা গেল বাণটি উর্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার পুত্র আয়ুর। রাজা বিস্ময়ে হতবাক কারণ তিনি জানেন তাঁর কোন পুত্র নেই, অথচ বাণের উপর খোদাই করা লিপি বলছে তিনি পুত্রের পিতা। অতঃপর সকল রহস্যের অবসান হল। রাজপ্রাসাদে এক তাপসী আয়ু নামক সেই আলোচ্য শিশুপুত্রটিকে নিয়ে এলেন এবং উর্বশীর হাতে সমর্পণ করলেন । উর্বশী নিজেই শিশুটির জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন, তাঁর কথায় জানা গেল রাজা পুত্র সন্তানের মুখ দর্শন করলেই ভরতমুনি কতৃক অভিশপ্ত উর্বশীকে মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গে চলে যেতে হবে । ফলতঃ রাজার সঙ্গে তাঁর চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ সাধিত হবে । যেটি উর্বশী কখনও মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি, তিনি রাজার সঙ্গে চিরদিনের সঙ্গ চেয়েছিলেন। আর এই জন্যই তিনি পুত্রকে পিতার দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য চ্যবনমুনির আশ্রমে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল কিন্তু যার মধ্যে ক্ষত্রিয় তেজ বর্তমান, দেহে প্রবাহিত ক্ষত্রিয় রক্ত, হোক না সে আশ্রম বালক, হোক না আশ্রম মুনি-ঋষিদের মত তার শান্ত-স্নিগ্ধ চেহারা তথা আচরণ, শরীরের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষত্রিয় তেজ কিন্তু একদিন না একদিন অবশ্যই প্রকাশিত হবে। হলও তাই। একদিন অন্যান্য আশ্রম বালকদের সাথে কুমার আয়ু মুনি-ঋষিদের প্রয়োজনীয় পুষ্প, সমিধ ইত্যাদি আহরণার্থে গিয়েছিল বনে। যে বনে এক টুকরো মাংস খণ্ডরূপ সঙ্গমণীয় মণি মুখে নিয়ে গাছের মাথায় লুকিয়ে ছিল এক শকুন । কৌতূহল বশতঃ কুমার আয়ু সেই শকুনকে বাণের আঘাতে সংহার করে। যা ক্ষত্রিয় জাতির বীরত্বেরই স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ । কিন্তু চ্যবনমুনির দৃষ্টিতে সে অপরাধী। তার অপরাধ অবলা, নিরপরাধ শকুনকে সংহার করে সে আশ্রম বিরুদ্ধ আচরণ করেছে এবং এরূপ আচরণের শাস্তি স্বরূপ তাকে আর আশ্রমে রাখা যাবে না। যার সন্তান তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই শ্রেয়- এ চ্যবনমুনির আদেশ। অতএব চ্যবনমুনির আদেশ মত কুমার আয়ুকে উর্বশীর নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজপ্রাসাদে তাপসীর আগমন। রাজা পুত্রলাভে পুলকিত হলেও অভিশাপের কথা স্মরণ করে উর্ব্বশীর আসন্ন বিচ্ছেদে কাতর হলেন। এ দিকে প্রিয়া বিচ্ছেদের অবসাদে রাজাও সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন- তিনি আর রাজ্য সুখ ভোগ করবেন না। তাই কুমার আয়ুর রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করে রাজা অরণ্যচারী হওয়ার সংকল্প নিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হলেন, বললেন রাজার অরণ্যচারী হওয়ার আর প্রয়োজন নেই। কারণ, দেবতাদের প্রয়োজনে রাজাকে অস্ত্রধারণ করতে হবে। দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তক্ষেপে উর্বশীর উপর বর্ষিত অভিষাপের মোচন হয়েছে। অতএব পুরূরবা ও উর্বশীর মধ্যে বিচ্ছেদ আর থাকবে না। এখন সে পুরূরবার চিরসঙ্গিনী হয়ে থাকতে পারবে। ফলস্বরূপ, পুরূরবা স্ত্রী-পুত্রসহযোগে সুখ সাগরে ডুব দিলেন।

এই অতিস্বল্প পরিসরেই নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শে শিশুচরিত্রটি যেন বাস্তবোচিত জীবন্তরূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে। উর্বশীর পুত্র আয়ু কৃতবিদ্যা ও শাস্ত্রে নিপূন, তাপসী সত্যবতীর কথাতেই তা স্পষ্ট হয়েছে- 'গৃহীতবিদ্যোধনুর্বেদে' ভিবিণীত' [3] অর্থাৎ কুমার সকল বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধনুর্বিদ্যায় জনোচিত প্রশিক্ষিত, যা আমরা ইতিমিধ্যে শকুন বধ বৃত্তান্তের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। ক্ষত্রিয়জনোচিত বিক্রম তার চরিত্রের অলংকার। জন্মাবধি সে পালিত হয়েছে মহর্ষি চ্যবনমুনির আশ্রমে,তাঁর স্নেহাশ্রয়ে। আজন্ম আশ্রমে লালিত হওয়ার কারণে তার চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে স্নিগ্ধ সারল্যের ছোঁয়া। আশ্রমের পরিবেশে বেড়ে ওঠায় আশ্রম প্রীতি তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে। আশ্রমের প্রতিটি জীবজন্তুর সঙ্গে তার হৃদয় একাত্ম হয়ে উঠেছে, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে নিজের হৃদয়কে সঁপে দিয়েছে। আশ্রমের পরিবেশে তথা পশুপাখী গাছপালার প্রতি স্নেহ তার অন্তরে বদ্ধমূল। তাপসী যখন কুমারকে উর্বশীর হস্তে সমর্পণ করলেন, তখন কুমারের হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। মন ফিরে যেতে চাইছে আবার সেই আশ্রমে যেখানে আজন্ম তার শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে আশ্রমের জীবজন্তু, গাছপালার সাথে। এই রাজপ্রাসাদ, নগর,

অট্টালিকা এগুলি তার কাছে নিরানন্দ, তুচ্ছ, কিছুতেই এগুলি তাকে আকর্ষণ করছে না। বরং মন বারংবার ফিরে যেতে চাইছে সেখানে, যেখানে সে নিত্যদিন ঋষিকুমারদের সাথে শুয়ে পড়ত ও ঘুম থেকে উঠত, পুষ্পচয়ন ও যজ্ঞের কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বেড়িয়ে পড়ত সেই মুক্তাঙ্গনে। আশ্রমের তাপস- তাপসী, ঋষিকুমার, জীবজন্তু তার আপনজন। এদের থেকে বিচ্ছেদের দরুণ তার হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত, চিত্ত উদ্বেলিত। তাই বারংবার সেই আশ্রমের বক্ষে তার মন ছুটে যেতে চাইছিল। তাইতো, কুমারকে উর্বশীর নিকট সমর্পণ করে তাপসীর বিদায়বেলায় কুমার তার পিছু ধরেছে। কুমারের আবেগ মাখা কন্ঠে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়েছে-

> 'আর্যে যদি সত্যমেব নিবর্তসে মামপ্যাশ্রমং নেতুমর্হসি।[4] '

অর্থাৎ' আর্যে, যদি সত্যই আশ্রমে ফিরে যাবেন তবে আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন। 'কিংবা-

> "যঃ সুপ্তবান্ মদঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নোপলব্ধসুখঃ।
> তাং মে জাতকলাপং প্রেষয় মণিকন্টকং শিখিনম্ ।।[5]"

অর্থাৎ 'যে ময়ুর শাবকটি শিখণ্ডকণ্ডয়নে সুখ লাভ করে আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ত, তার যখন পুচ্ছ উদ্‌গত হবে তখন সেই নীলকন্ঠ ময়ুরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। 'কুমার আয়ুর আশ্রম প্রীতি কতটা কিংবা আশ্রমের জীবজন্তুর প্রতি তার আচরণ কিরূপ - এই বক্তব্যের মধ্যে তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

যদিও আশ্রমের জীবজন্তুর প্রতি তার প্রীতি কিংবা স্নেহ অনেকের মনে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। কারণ তাদের মতে, আশ্রমের পশু-পক্ষী, জীব-জন্তুদের প্রতি যখন কুমারের এতই স্নেহ তখন সে অবলা নিরপরাধ শকুনকে বাণে বিদ্ধ করল কেন? যার ফলস্বরূপ তাকে চ্যবন মুনির বিরাগ ভাজন হতে হল। শুধু তাই নয়, অবশেষে এই আশ্রম বিরুদ্ধ কর্মের জন্য তাকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত পর্যন্ত হতে হল।

এক্ষেত্রে কালিদাসের কবি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় আপাত দৃষ্টিতে চ্যবনমুনির নিকট এটি আশ্রম বিরুদ্ধ তথা অস্বাভাবিক কর্ম হলেও প্রকৃতপক্ষে কুমার আয়ুর এই কর্ম অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক শিশু সুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ। কারণ শিশু তো শিশুই, সে অনুকূল প্রতিকূল ভেবে জীবনের পথে অগ্রসর হয় না। এই বয়সে তার মনের মধ্যে চপলতা থাকবে না তা হতে পারে না। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে কর্মে লিপ্তহবে এটাই স্বাভাবিক। তবে একথা ভুললে চলবে না কুমার আয়ু অন্যদের থেকে ব্যতিক্রমী, যেখানে তার রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে ক্ষত্রিয় তেজ, সেখানে তার মধ্যে অল্প বিস্তর চপলতা নিজেকে প্রমান করার একটা অদম্য ইচ্ছা শক্তি তার আচরণের মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটবে – এতে কোন নতূনত্ব নেই। যার ধমনীতে ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত তার পক্ষে এরূপ আচরণই যক্তিযুক্ত। ক্ষত্রিয় অলংকারের এ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাত্র। তাইতো সে আশ্রমনিবাসী হয়েও ক্ষত্রিয় অলংকারের মূর্তপ্রতীক। চ্যবন মুনির তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা আয়ু চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন নিষ্পাপ, সরল, বিনয়, আর্যশিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্টাচারে নিপুণ, হৃদয়বান, নম্রতা, মিতভাষী ইত্যাদি গুণগুলি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি ক্ষত্রিয় তেজস্বী, কুমারোচিত, বীরত্বে বলীয়ান, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রকটিত হয়েছে। এ যেন দুই মেরুর এক সুন্দর তথা বিচিত্র মেলবন্ধন।

অতএব শিশুর শৈশবের স্বাভাবিক ধর্মকে চাপা দিয়ে তাকে হঠাৎ ঋষিতুল্য কঠোর ও কঠিন নিয়মানুসারী করে তার চরিত্র অঙ্কন করলে সেই শিশুচরিত্রের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অবশিষ্ট থাকত না। তার স্বাভাবিক চরিত্রের হস্তক্ষেপ করা হত। এখানেই কালিদাসের শিশুমনস্তত্ত্বের স্বাক্ষর মেলে। কারণ শিশু তো শিশুই, নাহলে তাকে আর শিশু বলা হবে কেন? এখানেই শিশুর শৈশবের আসল পরিচয় মেলে, সে জানে না কোন নিয়ম কানুন, মানে না কোন বাধা নিষেধ, যেখানে মন চাইবে অনাবিল আনন্দে সেখানে ছুটে বেড়াবে। কোন বিধি নিষেধের পরোয়া না করে কচি মনে যখন যা ইচ্ছা জাগবে তাই করবে। এর ফলে হতে পারে সমূহ বিপদ কিন্তু যখন হবে দেখা যাবে, তাই কান্না হাসি তাদের নিত্য সঙ্গী। এক্ষেত্রে সে সফল হতে পারে আবার অসফলও হতে পারে, অসফল হলে সে বিষয়ে তার লব্ধ ধারণা তার ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। মহাকবি কালিদাস যা নৈসর্গিক যা স্বভাব সুন্দর যা কৃত্রিমতা বর্জিত তাই এখানে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শিশুচরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কোথাও স্বাভাবিকতাকে বর্জন করেননি। এখানেই

তাঁর শিশুমনস্তত্ত্ববিদের নিদর্শনটির প্রতিফলন ঘটেছে।

এইসব শিশুসুলভ চরিত্র সৃষ্টি করা কি শুধুই পাঠকর্গের মন ভরানোর প্রয়াস মাত্র? শুধুমাত্র নয়নলোভের মনোহরণ চিত্র সৃষ্টির জন্য নয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আয়ু চরিত্রটি অপ্রধান চরিত্র হলেও কিংবা স্বল্পপরিসরে চিত্রিত হলেও গুরুত্বের বিচারে প্রধান চরিত্রগুলি থেকে সে কোন অংশেই কম নয়। বরং প্রধান চরিত্রগুলি তাকে কেন্দ্র করেই চিত্রিত হয়েছে। যেমন নাটকের প্রারম্ভেই উক্ত হয়েছে দেবসভায় অভিনয় করতে গিয়ে 'পুরুষোত্তম' বলতে গিয়ে ভুলক্রমে 'পুরূরবা' বলে ফেলায় উর্বশীর উপর বর্ষিত হয়েছে ভরতমুনির অভিশাপ -

> ''যেন মমপদেশস্ত্বয়া লঙিঘতস্তেন ন তে দিব্যং স্থানং ভবিষ্যতি।'' [6]

অর্থাৎ 'যেহেতু তুমি আমার আদেশ লঙঘন করেছ, তাই স্বর্গে তোমার স্থান হবে না। যদিও পরে ইন্দ্রের হস্তক্ষেপে সেই অভিশাপ কিছুটা লাঘব হয়েছে, স্বামীর পুত্র দর্শন হলে উর্বশী পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে। এক্ষেত্রে নাট্যকাহিনীকে সার্থক মণ্ডিত করার জন্য নাটকের প্রয়োজনে উর্বশীর পুত্ররূপ একটি শিশুচরিত্রের প্রয়োজন ছিল।

যদিও ঘটনার তীব্র ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন সাধিত হয়েছে তবু তার স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণস্থায়ী। একটি সরু সুতোর মধ্যে ঝুলছিল তাদের মিলন বন্ধন। যে কোন সময়ে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে এই আশঙ্কা ছিল প্রতি মুহূর্তে। কেননা উর্বশীর উপর ঝুলেছিল ইন্দ্রের বাণী, পুরূরবা পুত্রের মুখ দেখলেই পুরূরবাকে ছেড়ে উর্বশীকে চলে যেতে হবে স্বর্গে। যা উর্বশীর কাঙ্খিত নয়। পতিই তার সর্বপ্রাণ, তাই চিরকাল মর্ত্যে পতির সঙ্গে থাকবে এরূপ তাঁর অভিপ্রায়। এদিকে আবার উর্বশী সন্তান সম্ভবা। অতএব সন্মুখে প্রিয় বিচ্ছেদরূপ আসন্ন বিপদ অতপেতে বসে আছে। এখন উপায়? উর্বশী ভেঙ্গে পরার পাত্রী নন, তিনি সকলের অজান্তে ভূমিষ্ঠ পুত্রকে চ্যবন মুনির আশ্রমে গচ্ছিত রেখে দিলেন। প্রিয়র ভবিষ্যত বিচ্ছেদ রূপ মেঘ অপসারিত হল বটে কিন্তু উর্বশির চিন্তা অন্ত থাকল না, যদি পরবর্তীকালে কোন্দিন কোন উপায়ে পিতা -পুত্রের সাক্ষাত হয় তাহলে প্রিয় বিচ্ছেদ অবশ্যাম্ভি ঘটবে । তাই উর্বশী এ বিষয়ে সদা চিন্তিত ও আশঙ্কিত।

নায়ক নায়িকার এরূপ মিলন কখনও সার্থক মিলন হতে পারে না, কোথাও যেন অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছিল ।বলা হয়ে থাকে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' – বিবাহের চরম লক্ষ্যই পুত্রলাভ। যার জন্য পতি-পত্নির থাকে গভীর প্রত্যাশা ও দীর্ঘ অপেক্ষা। কিন্তু উক্ত নাটকে নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা ব্যতিক্রমী। যেখানে সন্তান পরিবারের সুখের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে, সংসার রূপ সুখকে আরো ত্বরান্বিত করে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সন্তানের উপস্থিতি হলেই নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম। যা নাট্যকারের কাঙ্খিত নয়। তিনি চান নায়ক নায়িকার এক সার্থক মিলন। যেখানে নায়ক-নায়িকা সন্তান সহযোগে সুখীগৃহকোণ রচনা করতে পারে। আর সেই লক্ষ্যেই উক্ত নাটকে নাট্যকারের আয়ুরূপ শিশুচরিত্রের উপস্থিতি এবং শিশুচরিত্রটিকে কেন্দ্র করে সংগমণীয় মণি এবং শকুনের ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা কাহিনীর ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকার নিকট পুত্রের উপস্থিতি এবং পরবর্তীকালে নারদের আগমন ও ইন্দ্রের অভয় তথা আশ্বস্ত রূপ সন্তোষ জনক বার্তা পরিবেশন।

এইভাবে ঘটনার নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী এগিয়ে চলেছে। নায়ক নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদও সাধিত হয়েছে। মাঝে নাট্যকাহিনীকে সার্থক মণ্ডিত করার জন্য অনেক ঘটনাই প্রবাহিত হয়েছে। নাটকের একেবারে শেষ লগ্নে নায়ক নায়িকার পুনর্মিলনে নাট্যকার তৎপর। তিনি এমন একটি উপায় বা মাধ্যম খুঁজছিলেন যার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন ঘটানো সম্ভব হয়। আর এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মাধ্যম হিসাবে সুকৌশলে শিশুচরিত্র আয়ুকে বেছে নিয়েছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে শিশুচরিত্রটি নাটকের অন্তিমে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে। তাদের পুনরায় একসূত্রে গ্রন্থিত করেছে। আয়ুরূপ শিশু চরিত্রের উপস্থিতির দরুন নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ সাধিত না হয়ে বরং পরস্পরের পরিণয়রূপ বন্ধন দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়েছে। যা নাট্যকারের কাঙ্খিত। শুধু তাই নয় স্ত্রী-পুত্র সমন্বয়ে পুরূরবার একটি সুখের সংসার রচিত হয়েছে। এইভাবে নাটকীয় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মধ্যে মিলন সাধিত হয়েছে এবং একটি সার্থক নাটক পরিবেশিত

হয়েছে, সেই সঙ্গে নাট্যকারের উদ্দেশ্য হয়েছে চরিতার্থ।

শিশু চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার নিজেকে উজার করে দিয়েছেন, তাই তাঁর অঙ্কিত শিশুমনও আপন মনের বহিঃপ্রকাশ। মনে হয় অঙ্কিত শিশু চরিত্রটি কাল্পনিক নয়, বাস্তব জগতেরও নয় -এ যেন ভাবের এক একটি রূপ। হাসি কান্না ও মিষ্টি মিষ্টি সংলাপের পাশাপাশি চরিত্রটির মধ্যে তীব্র মানসিক অনুভূতি বা উত্তেজনা কখনও বা গাম্ভীর্যের ভাবাবেগ মিশ্রিত পরিণত চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।

□□□□□□□□□.

1. বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্, শ্লোক নং-৫/৭
2. বিক্রমোর্বশীয়ম্, সীতানাথ আচার্য্য ও দেব কুমার দাস সম্পাদিত, ৫ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-৪০
3. ঐ -সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, দ্বাদশ খণ্ড, ৫ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-২৩৪
4. ঐ, পৃষ্ঠা নং-২৩৬
5. ঐ, শ্লোক নং- ৫/১৩
6. ৫ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-৪0
7. কালিদাস, বিক্রমোর্বশীয়ম্, সম্পাদক সি,আর,দেবধর, দিল্লী : মোতিলাল বানারসীদাস, ১৯৭৯।
8. কালিদাস বিক্রমোর্বশীয়ম্, সম্পাদক সীতানাথ আচার্য্য ও দেব কুমার দাস, কলকাতা : সদেশ, ১৯৯৯ (১ম প্রকাশ)।
9. কালিদাস, বিক্রমোর্বশীয়ম, সম্পাদক জ্যোতিভূষণ চাকী, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দ্বাদশ খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৭ (২য় প্রকাশ)।
10. কালিদাস, বিক্রমোর্বশীয়ম, সম্পাদক পরমেশ্বর পাণ্ডে ও অবনীকুমার পাণ্ডে, বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৩।
11. কালিদাস, বিক্রমোর্বশীয়ম্, সম্পাদক সি,আর,দেবধর, দিল্লী : মোতিলাল বানারসীদাস, ১৯৭৯।
12. কালিদাস বিক্রমোর্বশীয়ম্, সম্পাদক সীতানাথ আচার্য্য ও দেব কুমার দাস, কলকাতা : সদেশ, ১৯৯৯ (১ম প্রকাশ)।
13. দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৯ (৩য় সংস্করণ)।
14. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮ (১ম সংস্করণ)।
15. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬ (১ম সংস্করণ)।
16. ভৌমিক, জাহ্নবি চরণ এবং মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক) কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ (৩য় সংস্করণ)।
17. সরকার, দেবেন্দ্রনাথ, বাংলা নাটকে জনতা চরিত্র, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০ (১ম সংস্করণ)।
18. হক, আনসারুল,শিশুসাহিত্য সৃজন নির্মান তত্ত্বতালাশ, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশন, ২০১৪ (২য় প্রকাশ)।
19. Agarwall, H.R. A Short History of Sanskrit Literature. Delhi: MunshiramMonaharlal. 1963.
20. Dasgupta, S.N. and S.K.Dey. A History of Sanskrit Literature (Classical Period). Kolkata : University of Calcutta .1975 (2nd ed.).
21. Jagirdar, R.V. Drama in Sanskrit Literature. Bombay : Popular Book Depot. 1947(1st ed.).
22. Keith, A. B. A History of Sanskrit Literature. Delhi : MLBD. 1996.
23. Krishnamachariar, M. History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD. 1989.
24. Macdonell, Arthur Anthony. History of Classical Sanskrit Literature. Delhi : MunshiramMonaharlal. 1958.
25. Shastri, S. N. The Laws and Practice of Sanskrit Drama. Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series. 1961.